যায়যায়দিন

তারিখ ... 28 AUG 2003

পৃষ্ঠা -৩- কলাম -২-

# খুলনায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ফরম না পেয়ে প্রার্থীদের বিক্ষোভ, সময় বাড়ানোর দাবি

খুলনা অফিস

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিবন্ধন ফরম সঙ্কটের কারণে খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও নড়াইল জেলায় আগ্রহী হাজার হাজার শিক্ষিত, বেকার, আবেদন করতে পারেননি। আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিনে শত শত ছেলেমেয়ে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ছুটে গিয়েও একটি আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারেননি। ফরম না পেয়ে প্রার্থীরা অগ্রণী ব্যাংকের স্যার ইকবাল রোড শাখা ঘেরাও করে রাখেন। দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকার পর ব্যাংকের এজিএম বিক্ষুব্ধদের বুঝিয়ে নিবৃত করেন।

আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষক নিবন্ধন ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ। হতাশ প্রার্থীরা ফরম প্রদান, জমা ও পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারণের জোর দাবি জানিয়েছেন সরকারের কাছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ১৩ আগস্ট পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে। এ জন্য অগ্রণী শাখায় এবং জেলা শহরে প্রধান শাখা থেকে ৪৩৫ টাকার বিনিময়ে ফরম কেনা যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ব্যাংকগুলোতে ফরম পাওয়া যাবে বলা হলেও নির্ধারিত সময়ের তিন দিন পরে ১৭ আগস্ট ফরম পাওয়া যায়। সপ্তাহখানেক পর্যাপ্ত ফরম পাওয়া গেলেও গত তিন-চার দিন ধরে নিবন্ধন ফরমের সঙ্কট দেখা দেয়।

গতকাল ফরম বিক্রির শেষ দিনে খুলনার বিভিন্ন উপজেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে শত শত প্রার্থী খুলনায় এসেও ফরম সংগ্রহে ব্যর্থ হন। প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই জানান, তাদের চাকরির বয়স রয়েছে আর মাত্র এক বছর। এ সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে না পারলে তাদের চাকরির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংক কে রোড শাখায় যোগাযোগ করা হলে একজন কর্মকর্তা জানান, তাদের শাখায় মাত্র এক হাজার কলেজের এবং এক হাজার স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিবন্ধন ফরম দেয়া হয়। যতোক্ষণ তাদের কাছে ফরম ছিল ততোক্ষণ তারা বিক্রি করেছেন। ফরম ফুরিয়ে যাওয়ায় অনেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে